رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ

আ'লা হযরত এর

صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلم

ইশকে রাসূল

01-November-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ
اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم

অর্থাৎ যে সব লোক এরকম কোন মজলিশে বসে, যার মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করল না এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, কিয়ামতের দিন ঐ মজলিশ তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। (**আল্লাহ্ তায়ালা**) চাইলে তাদেরকে আযাব দিবেন, নতুবা ক্ষমা করে দিবেন।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সফরুল মুযাফফর এর বরকতপূর্ণ মাস চলমান রয়েছে, এটা ঐ মোবারক মাস যার দুনিয়ার সুন্নিয়তের মহান ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দীনো মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত. আ'লা হযরত, আশ শাহ আল হাফেয, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে **আল্লাহ পাক** অনেক গুনাবলী এবং উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন, তার মধ্য থেকে সবচেয়ে সুস্পষ্ট গুণ হলো ইশকে রাসূল।

আসুন! এ সম্পর্কে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনের কিছু ঈমান তাজাকারী ঘটনা এবং মাদানী ফুল শ্রবন করি।

আ'লা হযরতের ইশ্‌কে রাসূল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয়বার হজ্ব করার জন্য উপস্থিত হলেন তখন মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় পবিত্র রওযা মোবারকের সামনে অনেক্ষণ ধরে সালাত ও সালাম পেশ করতে থাকেন। কিন্তু প্রথম রাতে ভাগ্যে সেই সৌভাগ্য ছিলো না। এই সময়ে তিনি সেই প্রসিদ্ধ নাতিয়া গজল লিখেছেন, যার মাতলা (অর্থাৎ প্রথম কলি)-তে রহমতের আঁচলে বন্ধনের আশা ব্যক্ত করেছেন:

ওয়হ্ সুয়ে লা-লা যার ফিরতে হে, তেরে দ্বীন এ্যয় বাহার ফিরতে হে।

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে বসন্ত আন্দোলিত হও। কেননা, তোমার উপর সুখের বসন্ত আগমনকারী। ঐ দেখ! **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাগানের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসছেন।

'মাকতা' (অর্থাৎ শেষের পংক্তিতে যেখানে লিখকের কৃত্রিম নাম আসে)-তে বারগাহে রিসালাতে (প্রিয় নবীর দরবারে) নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়ত্বের চিত্র কিছুটা এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কঁয়ী কিউ পুছে তেরী বাত রযা, তুঝছে শায়দা হাজার ফিরতে হে।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্বিতীয় কলিতে বিনয় প্রকাশার্থে নিজের জন্য "কুকুর" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আদব রক্ষার্থে এখানে "শায়দা" শব্দটি লিখা হয়েছে। (যার অর্থ হচ্ছে আশিক)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: এই শেষের পংক্তিতে আশিকে মাহে রিসালাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে নিজেই নিজেকে বলেছেন: হে আহমদ রযা! তুমি কে এবং তোমার মূল্যইবা কি! তোমার মতো তো হাজারো সগানে মদীনা (অর্থাৎ মদীনার কুকুর) অলিতে গলিতে পাগলের মতো ঘুরছে।

এই গজলটি আরয করে দীদারের অপেক্ষায় আদব সহকারে বসে থাকেন, এমন সময় ঘুমন্ত সৌভাগ্য জেগে উঠল এবং নিজের কপালের চোখে জাগ্রত অবস্থায়

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইশ্কে রাসূলকে নিজের জীবনের মূলধন এবং নবীর আলোচনাকে নিজের জীবনের নিত্য সঙ্গী বানিয়ে রেখেছিলেন। সারা জীবন **আপন মাহবুব আক্বা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের উপর নাত সমূহ লিখে লিখে মুসলমানদের ইশ্কে রাসূলের প্রেরণা দিতে থাকেন এবং তাদের অন্তরে ইশ্কে হাবীবের প্রদীপ জ্বালাতে থাকেন। তাছাড়া নিজের বয়ান ও কলম দ্বারা **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মান ও মর্যাদা হিফাযত করতে থাকেন। যেহেতু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সত্যিকার আশিক ছিলেন, সেহেতু দরবারে রিসালাতের (**প্রিয় নবী**র দরবারে) উপস্থিতির বাসনা মনের মধ্যে উথাল পাতাল ঢেউ খেলতে থাকে। যখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় তখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহামহিম শানের উপর অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হওয়া এবং ইশ্কে মুস্তফার প্রস্ফুটিত ছন্দ, সেই পাক দরবারে পেশ করে দিলেন। ভাবাবেগ ও আন্তরিকতা সমৃদ্ধ ছন্দগুলো কবুলিয়াতের মর্যাদা অর্জন করলো। **অদৃশ্যের জ্ঞানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত জোশে আসলো এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদারের শরবত পান করিয়ে যেন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সত্যিকার আশিক হওয়ার মোহর লাগিয়ে দিলেন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইশ্ক ও মুহাব্বত কাকে বলে?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুহাব্বত তথা ভালবাসার সংজ্ঞায় বলেন: স্বভাবত মনোরম কিছুর প্রতি

[১] (ইমাম আহমদ রযার জীবনী, ১৩ পৃষ্ঠা)

আগ্রহান্বিত হওয়াকে মুহাব্বত তথা ভালবাসা বলে এবং যখন এই আগ্রহ শক্তিশালী আর দৃঢ় হয়ে যায় তখন তাকে ইশ্‌ক বলা হয়। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৫/১৬) অর্থাৎ কোন পছন্দনীয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাওয়াকে মুহাব্বত তথা ভালবাসা বলা হয়। আর যখন ঐ সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে যায় তখন তাকে ইশ্‌ক বলে, আর **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত ও ইশ্‌ক এর অর্থ হচ্ছে তাঁদের আনুগত্য এবং আনুগত্য মূলক কাজ করা। হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** সাথে মুহাব্বতের নিদর্শন হচ্ছে; কুরআনের সাথে ভালবাসা এবং কুরআনের সাথে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, আর **নবীয়ে আখেরুজ্জামান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সুন্নাতকে ভালবাসা আর এই সবকিছুর সাথে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে আখিরাতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর আখিরাতের ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে অতি প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

(আল জামেউল আহকামুল কুরআন, ৪র্থ অধ্যায়, ২/৪৮)

ইশ্‌কে রাসূলের উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল, সত্যিকার আশিকে রাসূল সেই, যে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে জীবন অতিবাহিত করে এবং প্রয়োজনের বেশি দুনিয়ার পিছনে ছুটে না। যে ব্যক্তি ইশ্‌কে মুস্তফাকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তু সমূহের উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের এই মহান নেয়ামত সমূহ অর্জিত হয়।

(১) **আল্লাহ্ তায়ালা** এমন লোকদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেন।

(২) তাদের শেষ পরিণতিও ভাল হয়।

(৩) **আল্লাহ্ তায়ালা** হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর মাধ্যমে এমন লোকদেরকে সাহায্য করেন।

(৪) তাদের চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার নিচে নহর সমূহ প্রবাহিত।

(৫) এমন লোককে **আল্লাহ্ তায়ালা** পছন্দনীয় বান্দা বলা হয়।

(৬) যা চায় তাই পায় বরং আশা ও আকাঙ্ক্ষার চাইতেও বেশি নেয়ামত অর্জন করে।

(৭) সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হচ্ছে; **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। **(তামহিদুল ঈমান, ৬১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর পরিচিতি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর শুভ জন্ম বেরেলী শরীফের জাচুলী গ্রামে ১০ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১২৭২ হিজরি মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ ইংরেজিতে শনিবার যোহরের সময় হয়ে ছিলো।[১] আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই আয়াতে মোবারকা থেকে নিজের জন্ম সন বের করেছিলেন:

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِيۡمَانَ وَاَيَّدَهُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡهُ ؕ

(পারা- ২৮, সূরা- মুজাদালাহ, আয়াত- ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন।

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বংশগত ভাবে পাঠান, মাযহাবের দিক দিয়ে হানাফী এবং তরীকতের দিক দিয়ে কাদেরী ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতা ওস্তাদুল ওলামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এবং দাদা জান মাওলানা রযা আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ।[২] আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর জন্মগত নাম "মুহাম্মদ" তাঁর সম্মানিত মাতা আদর করে "আম্মান মিয়া" বলে ডাকতেন। সম্মানিত পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা "আহমদ মিয়া" নামে ডাকতেন। তাঁর দাদাজান তাঁর নাম রেখেছিলেন "আহমদ রযা"। তাঁর ঐতিহাসিক নাম "আল মুখতার" এবং আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ স্বয়ং নিজের নামের আগে "আব্দুল মুস্তফা" লিখতেন।[৩] যাতে করে তাঁর ইশ্‌কে রাসূলের গভীরত্ব অনুমান করা যায়। তাইতো নিজের নাতের কিতাব "হাদায়িকে বখশিশ"-এ এক জায়গায় লিখেছেন:

---

[১] (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৫৮)
[২] (ফাযেলে বেরলবী ওলামায়ে হিজাজ কি নজরমে, ৬৭ পৃষ্ঠা)
[৩] (ফয়যানে আ'লা হযরত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

খোওফ না রাখ রয়া যরা, তু তো হে "আব্দে মুস্তফা",
তেরে লিয়ে আমান হে, তেরে লিয়ে আমান হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী, তাঁর ফতোয়া, তাঁর বাণী সমূহ এবং তাঁর নাতের শেরগুলো পড়ে বা শুনে সকল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এটা বুঝতে পারেন যে, ইশ্‌কে রাসূল তাঁর শিরা-উপশিরায় বিরাজমান ছিলো। তিনি সারা জীবন **মাহবুবে খোদা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনান্বিত সত্ত্বার (অর্থাৎ যার মধ্যে প্রশংসা করার মতো গুণ রয়েছে) সমালোচনা কারীদের দাঁত ভাঙ্গা জাবাব দেন এবং কুরআনে পাকের অনুবাদেও শানে রিসালতের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন। মনে করুন, ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ মানুষের অন্তরে প্রজ্জলিত করাই তাঁর (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِএর) মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁর নাতের কাব্যগ্রন্থ "হাদায়িকে বখশিশ শরীফ" এর প্রতিটি পংক্তিই তাঁর ইশ্‌কে রাসূলের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশ্‌কে রাসূলের গভীরতার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, তিনি না শুধু তাঁর দুই শাহ্‌জাদার নাম বরং তাঁর ভাতিজাদের নামও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামানুসারে (মুহাম্মদ) রাখেন।[১] আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র সত্ত্বা সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার অর্থে প্রতিফলন ছিলো। তাঁর উঠা-বসা খাবার-দাবার, চলাফেরা, এবং কথা-বার্তা সবকিছু সুন্নাত অনুযায়ী ছিলো। সুন্নাতের প্রতি ভালাবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, একবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোথাও আমন্ত্রিত ছিলেন। খাবার দেয়া হলো। সকলে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাওয়া শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শশার থালা থেকে এক টুকরো নিয়ে নিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও শশা খেয়ে নিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দেখা দেখি লোকেরাও শশার থালার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকলকে থামিয়ে দিলেন আর বললেন: সবগুলো শশা আমি খাব।

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সবগুলো শশা খেয়ে নিলেন। উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো খুব কম খাবার খান। আজকে এতগুলো শশা কিভাবে খেলেন! লোকেরা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: "আমি যখন প্রথম টুকরা খেয়েছি তখন সেটা তিক্ত ছিল। এরপর যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি খায় তাও তিক্ত ছিল। সুতরাং আমি অন্যদেরকে থামিয়ে দিলাম, হয়তো কেউ শশা মুখে দিয়ে তিক্ত লাগলে থু থু করা শুরু করে দিবে। যেহেতু শশা খাওয়া আমার **প্রিয় প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালা মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সুন্নাত, তাই আমার মনঃপূত হল না, এটা খেয়ে কেউ থু থু করবে।"(১)

মুঝকো মিটে মুস্তফা কি সুন্নাতোঁ ছে পিয়ার হে,
اِنْ شَآءَ الله দু'জাহাঁ মেঁ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশ্‌ক তিক্ত শশা খাওয়া উত্তম মনে করলো কিন্তু এটা সহনযোগ্য ছিলো না যে, কেউ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় বস্তু শশা খেয়ে মুখ বিকৃত করবে বা কোন প্রকার অপছন্দনীয় শব্দ বের করবে। নিঃসন্দেহে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সুন্নাতের সত্যিকার ভালবাসার বাস্তব নমুনা ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি **তাজেদারে রিসালাত হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে ভালবাসল মূলত সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই ভালবাসল। যেমন **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ" অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, মূলতঃ সে আমাকেই ভালবাসালো এবং যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) (ফয়যানে সুন্নাত, ৩৪২ পৃষ্ঠা)
(২) (মিশকাতুল মাছাবিহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তেছাম বিন কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১/৫৫, হাদীস- ১৭৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে **আল্লাহ্ তায়ালার** নৈকট্য অর্জিত হয়। সুন্নাতের অনুসরনের বরকতে উভয় জগতে সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়। সুন্নাতের অনুসরনের বরকতে ইশ্কে রাসূল বৃদ্ধি পায়। সুন্নাতের অনুসরণে অসংখ্য হিকমত রয়েছে, সুন্নাতের অনুসরনে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **মক্কী মাদানী সুলতান, রহমতে আলা মিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভালবাসার কারনে হাদীসের দরসের অত্যাধিক আদব করতেন। সর্বদা দরসে হাদীসে আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসতেন। হাদীস শরীফ সর্বদা অযু ছাড়া না স্পর্শ করতেন এবং না পড়াতেন। হাদীস শরীফের কিতাবের উপর অন্য কোন কিতাব রাখতেন না। হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার সময় যদি কোন ব্যক্তি কথা কেটে কথা বলার চেষ্টা করতো তবে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। এমনকি অসন্তুষ্টির কারণে চেহারা মুবারক লাল হয়ে যেত। হাদীসে পাক পাঠদানের সময় পা চার জানু হয়ে বসাকে অপছন্দ করতেন।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ, আমরাও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুরআন ও হাদীসের আদব ও সম্মানের দিকে বিশেষ নজর রাখা তাছাড়া কুরআন ও হাদীস এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সময়ও খুবই মনোযোগ এবং সকল প্রকার আদবের প্রতি খেয়াল রেখে বে-আদবী ও উদাসীনতা এবং অমনোযোগীতা থেকে বেচেঁ থাকি। মনে রাখবেন! আদব মানুষকে সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌছিয়ে দেয়। আর বেআদবী তাকে বিফল আর বঞ্চিত করে ভয়াবহ পরিণতির দিকে টেলে দেয়। আফসোস আজকালতো চারিদিকে বে আদবীর যুগ চলছে। বিশেষ করে নাম মুবারক এবং সম্মানিত কাগজের আদব ও সম্মান তো এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক এবং কুরআনের আয়াত সমৃদ্ধ কাগজ রাস্তায় বরং **আল্লাহ্**র পানাহ! নোংরা নালাতেও পড়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কিছু লোক **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানে জেনে শুনে বা অমনোযোগীর কারণে এমন এমন বাক্য বলে দেয় বা লিখে দেয়, যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে হতে পারে না। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে আদব

[১] (ফয়যানে আ'লা হযরত, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

সম্পন্ন বানান এবং বে-আদবদের সংস্পর্শ এবং তাদের লিখা সমূহ পাঠ করা থেকে বাচিয়ে রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ছিলো যে, তাঁর লিখার বৈশিষ্ট্য এতই হৃদয়গ্রাহী যে, স্বয়ং আদব ও তার উপর ঈর্ষা করতে থাকবে। এমনতি তো আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকল সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আদব করতেন কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিষয়ে অনেক বেশি আদবের খেয়াল রাখতেন। যদি কারো লিখার বা কথায় **আল্লাহ্** পানাহ! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বে-আদবীর নমুনা প্রকাশ পেত বা কোন বাক্সে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কমানোর গন্ধও অনুভব করতেন তবে সেই মুহুর্তেই তা তিরষ্কার করতেন এমনকি নিজের লিখায় এবং কাব্যগ্রন্থে ও এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকতেন। আসুন! এই বিষয়ে দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

সম্মানিত নামের আদব:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: একবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাতিজা মাওলানা হাসানাইন রযা খাঁন ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ফতোয়া প্রত্যাশীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসীত কিছু প্রশ্ন পড়ে শুনাচ্ছিলেন এবং উত্তর লিখছিলেন। একটি কার্ডে اللّٰه শব্দটি লিখা হয়েছিল। তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: মনে রেখো আমি কখনো তিনটি জিনিস কার্ডের উপর লিখিনা (১) ইসমে জালালত, অর্থাৎ اللّٰه (২) মুহাম্মদ ও আহমদ এবং (৩) না কোন পবিত্র আয়াত। যেমন যদি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখার প্রয়োজন হতো, তখন এভাবে লিখি: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বা ইসমে জালালত অর্থাৎ اللّٰه লিখার প্রয়োজন হলে তার স্থানে মাওলা **তায়ালা** লিখে থাকি।[১]

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

আদবের পরিপন্থী শব্দাবলী লিখবেন না:

একবার হযরত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ ইসমাইল হাসান মিয়া رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কে দিয়ে একটি দরুদে পাক লিখালেন। যাতে হুযুর সায়্যিদি আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুন সম্পর্কে হুসাইনি এবং যাহিদ শব্দ দু'টি ছিল। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ দরূদে পাক তো লিখে ছিলেন কিন্তু এই শব্দ দুটি লিখলেন না এবং বললেন: হোসাইন শব্দটিতে ছোট হওয়ার অর্থ পাওয়া যায় এবং যাহিদ অর্থ হয় যার কাছে কিছুই নাই। (অথচ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো **আল্লাহ্ তায়ালার** দানক্রমে সকল কিছুরই মালিক ও মুখতার) হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শানে এই শব্দ গুলো লিখা আমি ভাল মনে করলাম না।[১]

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর বরকতময় সত্ত্বায় আদব এবং সম্মানের কেমন উৎসাহ ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ফানা ফিল্লাহ এবং ফানাফির রাসূলের মতো উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা তাঁর অন্তরে মোহবন্ধিত হয়ে গিয়ে ছিলো। যেমন তিনি এক ব্যাপারে স্বয়ং বলেন: "যদি কেউ আমার অন্তরকে দু টুকরো করে তবে একটুকরোতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله এবং অন্য টুকরোতে مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ الله লিখা পাবে।[২]

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্য হতে একটি মাদানী কাজ হলো : "মাদানী ইনআমাত"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মুহাব্বত ও বন্ধুত্বের শরবত পান করা এবং ইশকে রাসূলের অমূল্য সম্পদ লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে

[১] (ইমাম আহমদ রয আউর ইশকে মুস্তফা, ২৯৩ পৃষ্ঠা)
[২] (সাওয়ানেহে ইমাম, আহমদ রযা, ৯৪ পৃষ্ঠা)

যান এবং যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করুন। ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ হলো 'মাদানী ইনআমাতের' উপর আমল করা। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদান কৃত নেককার হওয়ার জন্য ৬৩ মাদানী ইনআমত, এবং নিজের হিসাবের উত্তম ব্যবস্থাপত্র। আর নিজের আমলের হিসাব করার ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: নিজের নফসের হিসাব করো, এর পূর্বে যে, তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং কিছু পরিমাপ করার পূর্বে নিজের আমলকে নিজে পরিমাপ করে নাও। আর অনেক কিছু পেশ করার জন্য তৈরি হোন। (ফয়যানে ইহইয়াউল উলুম, ৭৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে নিন। (অর্থাৎ মাদানী ইনআমত অনুযায়ী আজ কতোটুকু পর্যন্ত আমল করেছেন) রিসালায় দেয়া খালি ঘরে পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখ নিজ এলাকার যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট জমা করিয়ে দিন। এমন কি মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব "জান্নাত কে তলবগারো কে লিয়ে মাদানী গুলদাস্তা" এর মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী বোনদের কেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করুন। প্রত্যেক ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ কারীরা মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করবে, প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে পরবর্তী মাসে সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। যেলী হলাকার (হাদফ) টার্গেট কমপক্ষে ১২ রিসালা। ❀ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমত আমলের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গুনাহের পিছু ছাড়ার উত্তম ব্যবস্থাপত্র। ❀ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীকে আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনেক পছন্দ করেন, এবং তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। ❀ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে **আল্লাহ**র ভয় ও ইশকে মুস্তফার চিরস্থায়ী সম্পদ হস্তগত হয়। ❀ মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার (**Gift**) আসলাফে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی স্বরণ করিয়ে দেয়। ❀ মাদানী ইনআমত বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এর পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলে। ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ: নিজের আমলের হিসাব করার উত্তম উপায়। উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হলো।

নিয়মিত নামায আদায় করা নসীব হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) পুরোনো গলিমার ডিভিশিন **"ফয়যে মুর্শিদ"** এর এক ইসলামী বোনের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার উপলক্ষ্য এভাবে হলো যে, একজন ইসলামী বোন ইনফিরাদি কৌশিশ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত **"নেককার হওয়ার উপায়"** অর্থাৎ মাদানী ইনআমাতের রিসালা তাকে উপহার সুলভ দিলো এবং তা প্রতিদিন পাঠ করতে ও প্রতিদিন ফির্‌কে মদীনা করে তা পূরণ করার মানসিকতা দিলো, সে নিয়্যত করে নিলো যে, প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা অবশ্যই পূরণ করবো, যখন সেই নতুন ইসলামী বোন মাদানী ইনআমাতের রিসালায় প্রদত্ত প্রশ্নাবলী পড়লো, তখন আশ্চার্য হয়ে গেলো, কেননা এতে এমন এমন নেকীর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, যা থেকে সে একবারেই উদাসিন ছিলো, এরপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিলো, যার বরকতে তার নিয়মিত নামায আদায় করা নসীব হয়ে গেলো, নেকীর প্রতি ভালবাসা জন্মালো এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগা হিসেবে মাদানী কাজের উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট, আল্লাহ তায়ালা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দিনদিন উন্নতি দান করুক।

(আনোখী কামাঈ, ২৭ পৃষ্ঠা)

"যদি আপনারও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন বাহার বা বরকত অর্জিত হয় তবে শেষে মাদানী বাহারের অফিসে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ব্যক্তিগত সত্ত্বার জন্য সব কিছু সহ্য করতে পারতেন। কিন্তু **রহমতে কাওনাইন, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে সামান্যতম বে-আদবী ও অভদ্রতা সহ্য করতে পারতেন না। এই কারনেই সামনে অভদ্রদের ইবারত দেখলেই তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করতো মুস্তফার দুশমনদের ষড়যন্ত্রগুলোর মুখোশ উম্মোচন

করাতে কারো ভৎসনা বা তিরস্কারকে তিনি আমলে নিতেন না। তিনি **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের বর্ণনা করতেই ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি সারা জীবন বে-আদব ও অভদ্রদের পক্ষ থেকে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মহত্বের উপর হওয়া হামলার কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করতে থাকেন। আর তারা রাগে জ্বলে পুড়ে তাকেই মন্দ বলা এবং লিখা শুরু করতো। যেমন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের উপর আসা হামলা এবং সমালোচনা মুলক হামলার দিকে মনোযোগ দিবোনা। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষথেকে আমাকে এই খেদমত সমর্পন করা হয়েছে যে, **"হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানকে রক্ষা করো, না নিজের।" আমি তো খুশি যে যতক্ষণ তারা আমাকে গালি দেয়, খারাপ বলে এবং আমার প্রতি অপবাদ লেপন করে, ততক্ষন পর্যন্ত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে মন্দ কথা এবং দোষক্রটি খোজা থেকে বিরত থাকবে। আমার শান্তনা এতে যে, আমার এবং আমার বাপ-দাদার মান ও সম্মান আমার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের সামনে ঢাল হিসেবে থাকবে।[১] আরেক জায়গায় বলেন: "যাকেই **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে সামান্য তম ও মানহানি করতে পাও, যদিও সে তোমার যতই প্রিয় হোক না কেন, শীঘ্রই তার থেকে পৃথক হয়ে যাও, যাকেই বারগাহে রিসালাতের একটুও অভদ্রতা করতে দেখ, যদিও যে যতবড়ই মহান বুযুর্গ হোক না কেন, তাকে নিজেদের মধ্য থেকে দুধের মাছির মতো বের করে ফেলে দাও।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের মাদানী তরবিয়্যত গাহ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এমন এক সৌন্দর্য যার বরকতে বান্দা **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে কারীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়। আমরাও যদি চাই যে, আমাদের

[১] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫ পৃষ্ঠা)
[২] (তালিমাতে ইমাম আহমদ রযা বেরলভী, ৫ পৃষ্ঠা)

মধ্যেও তাকওয়া ও পরহযেগারীতা চলে আসুক, আমাদেরও **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে কারীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নসীব হয়ে যাক, তাহলে আমাদের উচিত, যে, আমরাও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং সুন্নাত সমূহের খেদমতের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সময় দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় দ্বীনের খেদমতে কমপক্ষে ১০৪টি বিভাগ সুন্নাতের সাড়া জাগাচ্ছে। এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো "ইসলামী বোনদের মাদানী তরবিয়্যত গাহ মজলিশ" এই মজলিশ ইসলামী বোনদেরকে ১২ দিনের বিভিন্ন কোর্স, যেমন, মাদানী কাজের কোর্স, ইসলাহে আমল কোর্স, বিশেষ ইসলামী বোনদের কোর্স, ফয়যানে কুরআন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স করানো হয়ে থাকে। এই কোর্স সমূহে, ফিকাহ, তাজবীদ, আকাইদ, আদব এবং সুন্নাত সমূহ যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের গুরুত্ব ও মাদানী কাজ করার পদ্ধতি, বিশেষ ইসলামী বোনদের মাদানী কাজের পদ্ধতি, আদব ও সুন্নাত সমূহ, নামাযের মাসয়ালা এবং বিশেষ সূরা সমূহ নিয়মিত শিখানো হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাক** "ইসলামী বোনদের মাদানী তরবিয়্যত গাহ মজলিশ" কে আরো বেশি মুহাব্বতের সাথে দ্বীনের খেদমত করার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেহেতু একজন সত্যিকার আশিকের কাছে মাহবুবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সকল বস্তুই ভক্তি ও ভালবাসা এবং ইজ্জত ও সম্মানের পাত্র হয়। তাই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও প্রিয় আক্বা, মক্কা মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে সৈয়দ জাদাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখতেন। যেমন, হযরত আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দ বংশীয়রা **রাসূলের** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অংশের অর্থাৎ নূরানী শরীরের অংশ হওয়ার কারণে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের অধিকারী। আর এতে সম্পূর্ন রূপে আমলকারী হিসাবে

আমি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِকেই পেয়েছি। এই জন্য যে, কোন সৈয়দ সাহেবকে তিনি তাঁর সাথে পরিচয় বা উপযুক্ত তা অনুপাতে দেখতেন না বরং এই মযার্দায় দেখতেন যে তিনি **তাজেদারে দো আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অংশ। অতঃপর এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরেই আর যা কিছু তাদের সৈয়দ বংশীয় সম্মান ও মর্যাদা করা যায় সব সঠিক এবং উপযোগী। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের প্রেম ও ভালবাসায় ভরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি যেন আমাদের অন্তরেও সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের ভালবাসা ও মুহাব্বতের উৎসাহ জাগ্রত হয়।

নাম উচ্চারণকারীর সংশোধন করলেন

হযরত আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ কানা আত আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই দু'জনই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় সংস্পর্শে থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। একবার মাওলানা নূর মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সৈয়দ সাহেবের নাম নিয়ে এভাবে ডাকলেন: কানা আত আলী, কানাআত আলী! যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকে সাদিক, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কানে এই আওয়াজ পৌছঁলো তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না যে, খান্দানে রাসূলের শাহজাদাতকে এভাবে নাম ধরে ডাকা হোক। সাথে সাথে তখনই মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ডাকালেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: সৈয়দ জাদাদেরকে কি এভাবে ডাকে? কখনো কি আমাকেও এই ভাবে ডাকতে শুনেছেন? (অর্থাৎ আমি তো ওস্তাদ হয়েও এভাবে কখনো ডাকিনি) এটা শুনে মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব খুবই লজ্জিত হলেন এবং লজ্জায় দৃষ্টি ঝুকিয়ে নিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যান! ভবিষ্যতে এর খেয়াল রাখবেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৮৩ পৃষ্ঠা)

সৈয়দ জাদার অতুলনীয় সম্মান

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সর্বপ্রথম রিসালা "ইমাম আহমদ রযার জীবনী"তে লিখেন: মদীনাতুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফের এক মহল্লায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দা'ওয়াত দেয়া হল। দাওয়াত দাতা মুরীদগণ তাঁকে আনার জন্য পালকির ব্যবস্থা করলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পালকিতে আরোহণ করলেন আর চারজন পালকি বহনকারী কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর যেতে না যেতেই ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হঠাৎ পালকির ভিতর থেকে আওয়াজ দিলেন: "পালকি থামাও।" পালকি থামানো হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্রুত পালকি থেকে বাইরে নেমে এলেন। আবেগময় স্বরে পালকি বহনকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন: "সত্য করে বলুন, আপনাদের মধ্যে সায়্যিদজাদা কে? কেননা, আমি আমার ঈমানের অনুভূতি শক্তিতে **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধ পাচ্ছি।" এক পালকি বাহক সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করল: "হুযুর! আমি সৈয়্যদ।" তখনও তাঁর কথা শেষ হয়নি, ইসলামী জগতের মহা সম্মানিত ইমাম, আপন যুগের মহান মুজাদ্দিদ নিজ আমামা (পাগড়ি) শরীফ ঐ সায়্যিদজাদার কদমের উপর রেখে দিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চোখ মুবারক হতে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল আর হাত জোর করে আরয করছিলেন: "সম্মানিত শাহজাদা! আমার অপরাধ মাফ করে দিন। অজানা বশতঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। হায়, আফসোস! একি ঘটল? যাঁর পবিত্র জুতা মোবারকে আমার সম্মানের মুকুট হওয়া উচিত, তাঁরই কাঁধে আমি আরোহী হয়ে গেলাম। যদি কিয়ামতের দিন **তাজেদারে রিসালাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: হে আহমদ রযা! আমার বংশের সন্তানের নরম কাঁধ কি এজন্যই ছিল যে, তা তোমার আরোহণের বোঝা বহণ করবে? তখন আমি কি জবাব দিব! তখন হাশরের ময়দানে আমার ইশ্‌কের কতই না অবমাননা হবে?" কয়েকবার শাহজাদার মুখে ক্ষমার স্বীকারোক্তি নেয়ার পর ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শেষ এই অনুরোধটুকু জানালেন: "সম্মানিত শাহজাদা! এ অজানা বশতঃ হয়ে যাওয়া ভুলের কাফ্‌ফারা তখনই পরিশোধ হবে যখন আপনি

পালকিতে উঠে বসবেন আর আমি আমার কাঁধে পালকিটি বহন করব।" এ অনুরোধ শুনে উপস্থিত লোকজনের চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। কারো কারোতো কান্নার আওয়াজও শোনা গেল। হাজারো অস্বীকৃতির পরও শেষ পর্যন্ত শাহজাদাকে পালকিতে আরোহণ করতেই হল। এ দৃশ্যটি কতই হৃদয় কাড়া ছিল। আহলে সুন্নাতের মহা সম্মানিত ইমাম মজুরের কাতারে শামিল হয়ে আপন খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতির সম্পূর্ণ সম্মানকে **আল্লাহ্‌র মাহবুব হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে অপরিচিত কুলী শাহজাদার কদমে উৎসর্গ করছেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সত্যিকার ইশ্‌কে রাসূলের সদকায় একটি বিশেষ সুগন্ধির মাধ্যমে জানা হয়ে গেল, পালকি কাঁধে নেয়া পালকি আরোহীদের মধ্যে কোন সৈয়দ জাদাও রয়েছে। অতঃপর সেখানে উপস্থিত অসংখ্য লোকেরাও নিজের চোখেই ইশ্‌কের এই অদ্ভুদ আচরণ দেখলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পদমর্যাদা এতই উচ্চ যে, আরব ও অনাবরের নামী দামী ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন তাঁর সংস্পর্শকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করতেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে সময়ের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল এবং আশিকে রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেন। যিনি প্রায় পঞ্চাশ (৫০) টি বিষয়ের জ্ঞান ও হিকমতের স্বয়ং সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে ছিলেন। যিনি শাব্দিক, অর্থ গত, আদব এবং জ্ঞানের উৎকর্ষতায় পূর্ণ **আল্লাহ**র সত্তাগত, মুস্তফার মহানত্ব এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বের আদব ও সম্মানের রক্ষার কুরআনের অনুবাদ **"কানযুন ঈমান"** লিখেন। ছয় হাজার আট শত সাত চল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত এবং দু'শত ছয় (২০৬) টি রিসালা দ্বারা সজ্জিত ত্রিশ (৩০) খন্ডে পরিবেষ্টিত একুশ হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (২১,৬৫৬) পৃষ্ঠা সম্বালিত ফতোওয়ায়ে বযবীয়া যার জ্ঞানের পরিধি ও মর্যাদার প্রমাণ স্বরূপ। যার জ্ঞানে বিস্তৃতী এবং বাকপটুতা ও বাকচুর্যতার চারিদিকে আলোচনা চলে, যিনি হারামাইন শরীফাইনে দুই (২) দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং

[১] (আনওয়ারে রযা, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

তাও অসুস্থ অবস্থায় আদ দৌলাতুল মাক্কীয়্যাহ মত দলীল সমৃদ্ধ রিসালা আরবী ভাষায় লিখে, **মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রমাণের পক্ষ্যে দলিলের ভান্ডার করে দিলেন এবং রাসূলের শত্রুদের দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। আজ সেই ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতিক হলেন। প্রকাশ্যে এক সৈয়্যদ জাদার সামনে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন এবং নিজে পালকীতে বসার পরিবর্তে সৈয়দ জাদাকে পালকীতে বসিয়ে পালকীর বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়াও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই আচরণ থেকে এই মাদানী ফুল গ্রহণ করা যায় যে, সম্মানিত সৈয়দ বংশীয়দের নাম ধরে ডাকা আদব বহিভূত একারনেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের নাম ধরে ডাকাকে বে আদবী বলে উল্লেখ করেন এমনকি তাঁর পরিবারের কেউ যদি এই ধরনের অসর্তকতা মুলক কাজ করে বসে তবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং ভবিষ্যতে সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের আদব ও সম্মান করার শিক্ষা দিতেন।

চিন্তা করুন! যিনি সম্মানিত সৈয়দ বংশীয়দের ভক্তি ও ভালবাসা এবং সম্মানের এতই মনোযোগী, তবে তাঁর সৈয়্যদদের **আক্বায়ে নামদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যখন কেউ কারো মুহাব্বতে পড়ে যায় তবে প্রেমিক তার মনের কথা প্রকাশ করা এবং মাহবুরের প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করার জন্য অনেক সময় কবিতার সাহায্য নিয়ে থাকে। কেননা কবিতার মাধ্যমে নিজের মনের ভাবকে অত্যন্ত ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তাই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও নিজের মুহাব্বত ও ভালবাসাকে প্রকাশ করার জন্য নাত ও শায়েরীব পথ অবলম্বন করেন। যেমন- ভালবাসা ও আনন্দ বিহবলতায় ডুবে লিখা কালামের সমন্বয় **"হাদায়িকে বখশিশ"** তাঁর শায়েরীর এক মহৎ কর্ম। তাঁর কলমের কলি দিয়ে বের হওয়া এক একটি কলি একেবারে শরীয়াত মোতাবেক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই খানে এই বিষয়টিও মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন যে, নাতের পংক্তি রচনা করা সবার জন্য সহজ সাধ্য নয়। না সকলের জন্য এর অনুমতি রয়েছে। নাতের পংক্তি লিখার জন্য কবিতা শাস্ত্রের মূলনীতির পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের গভীরতা এবং ওলামায়ে দ্বীনের সংস্পর্শ ইত্যাদি বহু বিষয়াদি প্রয়োজন। এমন অনেক দুনিয়ার কবি, যাদের দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু তারা যখন নাতের নাতিয়া কবিতার ময়দানে ভাগ্য পরীক্ষা করল, তখন ইলমে দ্বীনের অভাব এবং ওলামায়ে দ্বীনের সংস্পর্শের অভাব জনিত কারণে এমন অনেক পদস্খলন হয়েছে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** হিফাযত করুন! যাহোক নিরাপত্তা এতেই যে, সাধারন লোক নাত শরীফ লিখার ইচ্ছা নিজের অন্তর থেকে ত্যাগ করুন কেননা এটা সহজ কাজ নয়।

কুরবান হয়ে যান! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সর্বোচ্চ সতকর্তার উপর। যে নাত লিখার সর্বাধিক উপযুক্ত এবং কবিতা শাস্ত্রের মূলনীতির উপর আধিক্য থাকার পরও যিনি নাত শরীফ লিখাকে একটি কঠিন কাজ বলতেন। সুতরাং নিজেই বলতেনঃ সত্য বলতে নাত শরীফ লিখা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, যা লোকেরা সহজ মনে করে এতে তলোয়ারের ধারের উপর চলতে হয়।[১]

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত কিতাব "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ২৩২ পৃষ্ঠার নাতের শায়েরী নাত লিখার ব্যাপারে বলেন: এটা সুন্নাতে সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অর্থাৎ কিছু সাহাবা যেমন- হাস্সান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদুন যায়েদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইত্যাদি নাতের পংক্তি লিখার প্রমাণ রয়েছে এই জন্য আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, নাত শরীফ লিখা অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয়। এ জন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী আলিমে দ্বীন হওয়া দরকার। আর আলিম না হওয়া অবস্থায় শব্দ বিন্যাস, ছন্দ এবং নাতের লাইন ইত্যাদি মিলাতে গিয়ে শানও মর্যাদার পরিপন্থী শব্দ চলে আসার অনেক সম্ভাবনা রয়ে যায়। সাধারণ শায়েরীর নাত লিখার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। সাধারণ শায়েরীর নাত লিখার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয় যে, প্রবন্ধের

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২২৭ পৃষ্ঠা)

তুলনার কবিতার কুফরিয়াত সংঘঠিত হওয়া সম্ভাবনাই বেশি। যদিও শরয়ী ভুল থেকে বেঁচে যায় তবুও অহেতুক শব্দাবলী থেকে বাঁচার মনোযোগ অনেক কম লোকেরই হয়ে থাকে। জ্বী, হ্যাঁ ! আজ কাল সাধারণ কথাবার্তার যেভাবে অহেতুক বাক্যের ব্যবহার পাওয়া যায়।[১] ঠিক সেভাবেই বয়ান এবং নাতেও হয়ে থাকে অথচ আদবের চাহিদাতো এটিই যে, কাব্য প্রতিভা নাই এমন লোকেরা নাত লিখার বাসনা চেপে রাখবেন না, এতেই উভয় জাহানের মঙ্গল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যতদিন জীবিত ছিলেন, ইশ্কে রাসূলের সদকায় বারগাহে মুস্তফা থেকে অর্জিত আলোর জ্যোতি এবং মাহাত্ম দ্বারা নিজেও উপকৃত হতে থাকেন এবং খোদার সৃষ্টিকেও উপকৃত করতে থাকেন। তা ছাড়াও **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানের ধারাবাহিকতা না শুধু তাঁর জীবিত বাহার সীমাবদ্ধ ছিলো বরং ওফাতের পরও তাঁর উপর রহমত এবং সন্তুষ্টির বর্ষন হতে থাকে। যেমন-

দরবারে রিসালাতে অপেক্ষ্যমান

২৫শে সফর বায়তুল মুকাদ্দাসে একজন সিরীয় বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে নিজেকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন। তিনি সমস্ত সাহাবায়ে কিরামদেরকেও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন। মজলিশে কারও কোন সাড়া শব্দ নেই, সকলেই নিরব নিস্তব্ধ ছিল। মনে হল সবাই যেন কারো আগমণের অপেক্ষায় আছেন। সিরীয় বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিনীতভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে একটু বলুন: "কার অপেক্ষা করা হচ্ছে?" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমরা আহমদ রযার জন্য অপেক্ষা করছি।" সিরীয় বুযুর্গ আরয করলেন: "হুজুর! আহমদ রযা কে?" **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তিনি হলেন হিন্দুস্থানের বেরেলীর অধিবাসী।" ঘুম থেকে জাগ্রত

[১] (কুফরিয়া কালেমাতকে বারে যে সাওয়াল জওয়াব, ২৩২ পৃষ্ঠা)

হওয়ার পর সে সিরীয় বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাওলানা আহমদ রযার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোঁজে হিন্দুস্থানের দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন তিনি বেরেলী শরীফ পৌঁছলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন, সেদিনই (অর্থাৎ ২৫শে সফর) সে সত্যিকার নবী প্রেমিক এ পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এটি ছিল ঐ দিন, যেদিন তিনি স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: "আমরা আহমদ রযার অপেক্ষায় আছি।" (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনে বনে আকা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

সালামের সুন্নাত ও আদব

❀ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ❀ দিনে যতবার সাক্ষাৎ হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়া করার সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, ❀ আগে সালাম করা সুন্নাত, ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলার** নিকটবর্তী ও প্রিয়, ❀ প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ❀ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ اللهِ বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। ❀ এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী

অর্জন করতে পারবেন, ❀ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজীব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়) ❀ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম অংশ (৩০৪ পৃষ্ঠা), ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাতের দু'টি রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" এবং "১৬৩ মাদানী ফুল" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد